

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে কোজাগর লক্ষ্মীপূর্ণিমা -- ১৮৮৩

[রাখাল, বলরামের পিতা, বেণী পাল, মাষ্টার, মণি মল্লিক, ঈশান, কিশোরী (গুণ্ড) প্রভৃতি সঙ্গে]

আজ মঙ্গলবার, ১৬ই অক্টোবর ১৮৮৩, (৩০শে আশ্বিন)। বলরামের পিতা মহাশয় ও অন্যান্য ভক্ত উপস্থিত আছেন। বলরামের পিতা পরমবৈষ্ণব, হাতে হরিনামের মালা সর্বদা জপ করেন।

গোঁড়া বৈষ্ণবেরা অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের তত পছন্দ করেন না। বলরামের পিতা শ্রীরামকৃষ্ণকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার ওই সকল বৈষ্ণবের ন্যায় ভাব নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- যাদের উদার ভাব তারা সব দেবতাকে মানে -- কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম ইত্যাদি।

বলরামের পিতা -- হাঁ, যেমন এক স্বামী ভিন্ন পোশাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কিন্তু নিষ্ঠাভক্তি একটি আছে। গোপীরা যখন মথুরায় গিয়েছিল তখন পাগড়ি-বাঁধা কৃষ্ণকে দেখে ঘোমটা দিল, আর বললে, ইনি আবার কে, আমাদের পীতধড়া মোহনচূড়া-পরা কৃষ্ণ কোথায়? হনুমানেরও নিষ্ঠাভক্তি। দ্বাপর যুগে দ্বারকায় যখন আসেন কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বললেন, হনুমান রামরূপ না দেখলে সন্তুষ্ট হবে না। তাই রামরূপ ধরে বসলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত অবস্থা -- নিত্য-লীলাযোগ]

“কে জানে বাপু, আমার এই একরকম অবস্থা। আমি কেবল নিত্য থেকে লীলায় নেমে আসি, আবার লীলা থেকে নিত্যে যাই।

“নিত্যে পঁছছানোর নাম ব্রহ্মজ্ঞান। বড় কঠিন। একেবারে বিষয়বুদ্ধি না গেলে হয় না। হিমালয়ের ঘরে যখন ভগবতী জনুগ্রহণ করলেন, তখন পিতাকে নানারূপে দর্শন দিলেন।^১ হিমালয় বললেন, মা, আমি ব্রহ্মদর্শন করতে ইচ্ছা করি। তখন ভগবতী বলছেন, পিতা, যদি তা ইচ্ছা করেন তাহলে আপনার সাধুসঙ্গ করতে হবে। সংসার থেকে তফাত হয়ে নির্জনে মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করবেন।

“সেই এক থেকেই অনেক হয়েছে -- নিত্য থেকেই লীলা। এক অবস্থায় ‘অনেক’ চলে যায়, আবার ‘এক’ও চলে যায় -- কেননা এক থাকলেই দুই। তিনি যে উপমারহিত -- উপমা দিয়ে বুঝাবার জো নাই। অন্ধকার ও আলোর মধ্যে। আমরা যে আলো দেখি সে আলো নয় -- এ জড় আলো নয়।”^২

“আবার যখন তিনি অবস্থা বদলে দেন -- যখন লীলাতে মন নামিয়ে আনেন -- তখন দেখি ঈশ্বর-মায়া-

^১ দেবীভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ -- ৩১, ৩৪-৩৬ অধ্যায়

^২ “এ জড় আলো নয়” -- “তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”

... তচ্ছব্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।

[মুক্তকোপনিষদ, ২।২।৯]

জীব-জগৎ -- তিনি সব হয়ে রয়েছেন।”^৩

[ঈশ্বর কর্তা -- “তুমি ও তোমার”]

“আবার কখনও তিনি দেখান তিনি এই সমস্ত জীবজগৎ করেছেন -- যেমন বাবু আর তার বাগান। তিনি কর্তা আর তাঁরই এই সমস্ত জীবজগৎ -- এইটির নাম জ্ঞান। আর ‘আমি কর্তা’, ‘আমি গুরু’, ‘আমি বাবা’ -- এরই নাম অজ্ঞান। আর আমার এই সমস্ত গৃহপরিবার, ধন, জন -- এরই নাম অজ্ঞান।”

বলরামের পিতা -- আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- যতদিন না “তুমি কর্তা” এইটি বোধ হয় ততদিন ফিরে ফিরে আসতে হবে -- আবার জন্ম হবে। “তুমি কর্তা” বোধ হলে আর পূর্নজন্ম হবে না।

“যতক্ষণ না তুঁহু তুঁহু করবে ততক্ষণ ছাড়বে না। গতয়াত পূর্নজন্ম হবেই -- মুক্তি হবে না। আর ‘আমার’ ‘আমার’ বললেই বা কি হবে। বাবুর সরকার বলে ‘এটা আমাদের বাগান, আমাদের খাট, কেদারা।’ কিন্তু বাবু যখন তাড়িয়া দেন, তার নিজের আম কাঠের সিন্দুকটা নিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে না।

‘আমি আর আমার’ সত্যকে আবরণ করে রেখেছে -- জানতে দেয় না।”

[অদ্বৈতজ্ঞান ও চৈতন্যদর্শন]

“অদ্বৈতজ্ঞান না হলে চৈতন্যদর্শন হয় না। চৈতন্যদর্শন হলে তবে নিত্যানন্দ। পরমহংস অবস্থায় এই নিত্যানন্দ।

“বেদান্তমতে অবতার নাই। সে-মতে চৈতন্যদেব অদ্বৈতের একটি ফুট।

“চৈতন্যদর্শন কিরূপ? এক-একবার চিনে দেশলাই জ্বলে অন্ধকার ঘরে যেমন হঠাৎ আলো।”

[অবতার বা মানুষ রতন]

“ভক্তিমতে অবতার। কর্তাভজা মেয়ে আমার অবস্থা দেখে বলে গেল, ‘বাবা, ভিতরে বস্তুলাভ হয়েছে, অত নেচো-টেচো না, আঙুর ফল তুলোর উপর যতন করে রাখতে হয়। পেটে ছেলে হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে খাটতে দেয় না। ভগবান দর্শনের লক্ষণ, ক্রমে কর্মত্যাগ হয়। এই মানুষের ভিতর মানুষ রতন আছে।

“আমার খাওয়ার সময় সে বলত, বাবা তুমি খাচ্ছে, না কারুক খাওয়াচ্ছে?”

“এই ‘আমি’ জ্ঞানই আবরণ করে রেখেছে। নরেন্দ্র বলেছিল ‘এ আমি যত যাবে, তাঁর আমি তত আসবে।’

^৩ তুং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।

কেদার বলে কুন্ডের ভিতরের মাটি যতখানি থাকবে, ততখানি এদিকে জল কমবে।

“কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই! অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে আমায় পাবে না। একটু শক্তি হতে পারে! গুটিকা সিদ্ধি; ঝাড়ানো, ফোঁকানো; ঔষধ-দেওয়া ব্রহ্মচারী; তবে লোকের একটু উপকার হয়। কেমন?

“তাই মার কাছে আমি কেবল শুদ্ধাভক্তি চেয়েছিলাম; সিদ্ধাই চাই নাই।”

বলরামের পিতা, বেণী পাল, মাস্টার, মণি মল্লিক প্রভৃতিকে এইকথা বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। বাহ্যশূন্য, চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। সমাধিভঙ্গের পর শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতেছেন:

হলাম যার জন্য পাগল তারে কই পেলাম সই।

এইবার শ্রীযুক্ত রামলালকে গান গাহিতে বলিতেছেন। তিনি গাইতেছেন। প্রথমেই গৌরাজ সন্ন্যাস --

কি দেখিলাম রে কেশব ভারতীর কুটিরে,
অপরূপ জ্যোতিঃ, শ্রীগৌরাজ মুরতি,
দুন্য়নে প্রেম বহে শতধারে।
গৌর মত্তমাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু ধরাতে লুটায়, নয়নজলে ভাসে রে,
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ-মর্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে;
আবার দন্তে তৃণ লয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে,
দাস্য মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে ॥

চৈতন্যদেবের এই ‘পাগল’ প্রেমোন্মাদ অবস্থা বর্ণনার ওর, ঠাকুরের ইঙ্গিতে রামলাল আবার গোপীদের উন্মাদ অবস্থা গাহিতেছেন:

ধোরো না ধোরো না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে।
যে চক্রের চক্রী হরি, যাঁর চক্রে জগৎ চলে।

গান - নবনীরদবরণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে।
করেতে বাঁশি অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে।